ফিচার

চুরি গেল মোনালিসা

পান্থ রহমান রেজা

শতাব্দীকাল আগের কথা। ফরাসি দেশে জুল মিচেলেট নামে এক ইতিহাসবিদ ছিলেন। ইতিহাসবিদ হলেও শিল্পের প্রতি তার ছিল অগাধ অনুরাগ। তিনি লিখেছেন, ‘এ চিত্রকর্ম আমাকে প্রলোভিত করে, আমাকে ডাকে, জোর করে আমার হৃদয়ের দখল নেয়। আমাকে বিভ্রান্ত করে। আমি জীবন দিয়ে হলেও এর কাছে যেতে চাই। পাখি নিশ্চিত মৃত্যু জেনেও কাল কেউটের কাছে যেমন যায়।’ যে চিত্রকর্ম নিয়ে জুল এ কথা বলেছেন, সেটি আর কেউ নয়, মোনালিসা, কালের কুহক। লিওনার্দো দ্য ভিঞ্চির অমরকীর্তি। যুগ যুগ ধরে হাজারো শিল্পপিপাসুদের মনোরঞ্জন বিলিয়েছে।

এ অসাধারণ চিত্রকর্ম ১৯১১ সালের আগস্টের এক রাতে ল্যুভর জাদুঘর থেকে হাওয়া হয়ে যায়। হাওয়া করে দেয় এক ইটালিয়ান ছুতার। তবে নাটের গুরু অন্যজন। আর্জেন্টাইন। মারকুয়েস এডুরাডো ডি ভ্যানেফির্নো। পেশায় চিত্রকর্ম ব্যবসায়ী। ল্যুভর জাদুঘর থেকে মোনালিসা চুরির খবরে হতবাক হয়ে যায় বিশ্ব। এক ফরাসি কবি মোনালিসাবিহীন ল্যুভরকে ‘ভস্মস্তুপের বিরানভূমি’ নাম দেন। পরে মোনালিসা ইটালি থেকে উদ্ধার হয়।

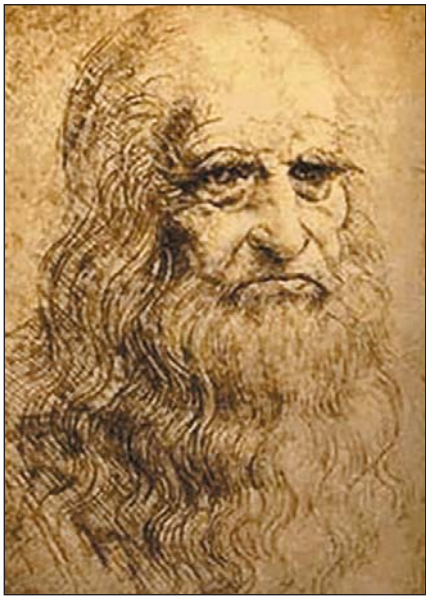

লিওনার্দো দা ভিঞ্চি ও তাঁর অমর সৃষ্টি মোনালিসা

১. বা পাশের জনটি চোর ভিনসেনজো পেরুজিয়া
২. পাশের জনটি লুইস বেরাউড, যিনি প্রথম দেখতে পান মোনালিসা চুরি হয়েছে

এক হাতে পেইন্টিং বাক্স আর ফোল্ডিং ইজেল। আরেক হাতে একটি অসম্পূর্ণ ক্যানভাস। লুইস বেরাউড ছুটছেন ল্যুভর জাদুঘরের দিকে। তাড়া আছে তারা। দ্রুত ছুটছেন তাই। যতদ্রুত সম্ভব সেখানে গিয়ে কাজ জুড়ে দিতে চান। কেননা একটু পরে ল্যুভর লোকে গিজ গিজ করবে। তখন কাজ করতে অনেক হ্যাপা। লুইসের কপাল ভালো। তখনো লোক জমেনি ল্যুভর চত্বরে।

লুইস বেরাউড পেশায় চিত্রশিল্পী। টগবগে তরুণ। টুকটাক কাজ করে পেট চালান। তবে এ গ্রীষ্মের কথা আলাদা। বেরাউড বেশ কিছু কাজ পেয়েছেন। তাকে কাজ দিয়েছে ফিলিপ। সে একজন জাদুঘর মালিক। বেরাউডকে কিছু বিখ্যাত চিত্রকর্মের রিপ্রোডাক্টশান করে দিতে হবে। এ রিপ্রোডাক্টশন করার জন্য তার সাত সকাল ল্যুভর যাত্রা।

জাদুঘরের প্রথম ফ্লোরটা স্যালন ক্যারে। বেরাউড এখানে তার ক্যানভাস স্থাপন করলেন। প্যাস্টেলে রঙ লাগালেন। সব প্রাচীন চিত্রকর্ম। বেরাউড এর আগেও এখানে এসেছেন। এখানকার অনেক কিছুই তার মুখস্ত। তার মনে হচ্ছে কি যেন নেই। পাকা চোখ বেরাউডের। ঠিক ধরেছেন। একটা চিত্রকর্ম নেই। মোনালিসা। বেরাউড দারোয়ানকে জিজ্ঞাসা করলেন, ‘কোথায় মোনালিসা দারোয়ান বললেন, ‘ফটোগ্রাফির জন্য তা নামানো হয়েছে।’ কিন্তু ঘটনা অন্যত্র। দারোয়ান তা চেপে গেলেন। আজ সকাল থেকে মোনালিসাকে পাওয়া যাচ্ছে না। খোঁজা হচ্ছে, কোথাও আছে কী না। ঘটনার সময়কাল সোমবার ২১ আগস্ট ১৯১১ সাল।

মোনালিসা যে আসলেই চুরি হয়ে গেছে, জাদুঘর এতোক্ষণে জেনে গেছে। এর ৪৮ ঘণ্টা আগের ঘটনা। ২০ আগস্ট, ১৯১১। রোববার। জাদুঘরের নানা বিষয় তদারক করছেন জর্জ পিকুয়েট। জাদুঘরের প্রধান ওয়ার্কম্যান তিনি। আগামীকাল সোমবার দর্শকদের জন্য বন্ধ থাকবে। এ সময়ে পরিষ্কারের কাজ করতে হবে। মেরামতের কাজ করতে হবে। বেচারা পিকুয়েট আগামীকালের কাজের ভাবনায় ব্যস্ত। কিন্তু এদিকে চোর ভায়া ঢুকে পড়েছে ল্যুভরে। ভালো মানুষ দর্শনার্থী সেজে। মাথায় খড়ের টুপি। গায়ে ফেডেড ব্ল্যাক স্যুট। তীব্র চোখে নজর রাখছে সবদিকে। প্রতিটি ইঞ্চি খুঁটিয়ে দেখছে। ঘড়িতে তখন বেলা ২টা বেজে ৩০ মিনিট। চোর একজন ইতালিয়ান নাম

ভিনসেনজো পেরুজ্জিয়া। পেশায় ছুতার। তার সঙ্গে আরো দু'জন রয়েছেন। একজন ল্যান্সলোট্টি ব্রাদার্স। অন্যজন ফ্রন্সিসকোয়েজ সিগুলট।

ঘড়ির কাটা ৩টা ছুঁই ছুঁই। পেরুজ্জিয়া ল্যুভরের অভিজাত গ্যালারি স্যালে ডুচাটেলে ঢোকে। একই সময়ে এখানে এসে পড়ে ল্যান্সলোট্টি। এও আরেক তস্কর। দু'জনে মিলে চুরি বিদ্যার কেরামতি আর একটু শান দিয়ে নেয়। ঘণ্টাখানেক বাকি আছে জাদুঘর বন্ধ হয়ে যাওয়ার। পেরুজ্জিয়া এক ঝলক কব্জির ঘড়ির দিকে তাকায়। একটা শিহরণ বয়ে যায়। আর এক ঘণ্টা সময়। তারপরে আসল মিশন শুরু হবে।

ল্যুভর জাদুঘর যেখানে হাজার হাজার দর্শক মোনালিসা দেখার জন্য ছুটে আসেন

ঘড়িতে বিকেল ৪.৩৪ মিনিট। ল্যুভর থেকে দর্শনার্থীর বিদায় নিয়েছে। এ সময়ে পেরুজ্জিয়া এবং ল্যান্সলোট্টি একটা কাজ করে বসলেন। তারা বেশভুষা বদলে চিত্রকরের বেশভুষা নিলেন। সঙ্গে ইজেল, পেইন্টবক্স, স্কেচ, প্যাড এবং অসম্পূর্ণ ক্যানভাস। তাদের সত্যি চিত্রকরের মতো লাগছিল। তারা এগুলো নিয়ে স্টোররুমের দিকে গেলেন। ভাবখানা এমন, কাজ তো অনেক হলো, এবার স্টোররুমে সব জমা দিয়ে বাসায় ফিরে যাই। তারা অবশ্য বাসায় ফিরলেন না। স্টোররুমেই ঘাপটি মেরে পড়ে রইলেন। পেরুজ্জিয়া এবং ল্যান্সলোট্টি সারা রাত কাটিয়ে দেন স্টোররুমের মেঝেতে শুয়ে। কিন্তু মারকুয়েস এডুরাডো ডি ভ্যানফির্নো সে সময়ে রাত কাটাচ্ছেন প্যারিসের এক অভিজাত হোটেলে। ভ্যানফিনো মোনালিসা চুরির আসল গুরু। মূল হোতা। জন্ম আর্জেন্টিনার বুয়েন্স আয়ার্সে। ১৮৫০ সালে। পেশায় চিত্রকর্ম ও প্রাচীন অ্যান্টিকস্ ব্যবসায়ী। মোনালিসা হাত করার জন্য তিনি প্যারিসে ঘাঁটি গাড়েন ১৯০৮ সালে। এ সময়ে ল্যুভর জাদুঘরের নানা লোকের সঙ্গে সম্পর্ক করেন। একদিন দেখা মেলে ভিনসেনজো পেরুজ্জিয়ার। পুলিশের খাতায় আগে থেকেই তার নাম ছিল। একবার গ্রেপ্তারও হয়।

রাত একটু গভীরের দিকে। স্টোররুমে গা ঝাড়া দিয়ে ওঠে তস্করের দল। চুপে চুপে, লম্বা পা ফেলে ঢুকলেন গ্র্যান্ড গ্যালারির দিকে। আগে থেকে প্রশিক্ষণ ছিল কিভাবে ছবি ফ্রেম থেকে ছাড়াতে হবে। কীভাবে কী করতে হবে এ বিষয়ে। তাছাড়া পেরুজ্জিয়া নিজে এক সময় সপ্তাহখানেক কাজ করেছেন ল্যুভরে। এ অভিজ্ঞতাও কাজে লাগলো। সব মিলে মোনালিসাকে হাত করতে তেমন বেগ পোহাতে হলো না।

পরের দিন সোমবার। অন্যান্য দিনের চেয়ে এদিনের সকালটা ল্যুভরের জন্য দ্রুত আসে। এদিনে ল্যুভরের ধোয়া-মোছা, মেরামতের কাজ করতে হয়। সকাল ৯.৩০ মিনিটে জাদুঘরের গেট খোলে। জজ পিকুয়েটের রক্ষণাবেক্ষণ স্কুরা প্রবেশ করে জাদুঘরে। এ সুযোগ নেয় তস্করের দল। এবং সুযোগ বুঝে তারা স্যালে ডুচাটেল দিয়ে বের হয়ে আসে। তখন ঘড়িতে বাজে সকাল ৭.০৫ মিনিট। এ সময়ে পিকুয়েট পরের গ্যালারিতে নতুন এক স্কুকে নির্দেশনা দিচ্ছিলেন।

মোনালিসাকে নিয়ে তস্করের দল একদম নিচের সিঁড়িতে চলে এসেছেন। জায়গাটা নীরব। গ্রাউন্ড ফ্লোরের সব দরজা বন্ধ। তবে একটি নির্দিষ্ট দরজার ডুপ্লিকেট চাবি পেরুজ্জিয়ার কাছে আছে। কিন্তু উত্তেজনায় সেটা পরীক্ষা করতে পারেনি পেরুজ্জিয়া। পালানোর সময় বিপদটা এসেছে। চাবি দিয়ে দরজা খুলছে না। কিন্তু প্রতিটি সেকেন্ড গুরুত্বপূর্ণ। এক সেকেন্ড দেরি মানে বিপদের ঝুঁকি বাড়ানো। এ সময়ে একজনের পদশব্দ শোনা গেল। পেরুজ্জিয়া মোনালিসাকে প্যাকেটের নিচে লুকিয়ে ফেললেন। এখন তাদের দেখে মনে হবে নতুন কেউ বুঝি জাদুঘরে ঢুকছে। যার পদশব্দ শোনা যাচ্ছিল তার নাম সুভেট। সুভেট এগিয়ে এলো। সে জাদুঘরের মিস্ত্রি। পেরুজ্জিয়া জানালো, 'কিছু ইডিয়ট দরজার চাবি চুরি করে নিয়ে গেছে। এখন কীভাবে বের হই।' সুভেট জবাবে চিন্তা করতে বারণ করলো। তার কাছে একটা দাবি সব সময়ে রক্ষিত থাকে। সেটা দিয়ে দরজা খুলে দিল। পেরুজ্জিয়া সঙ্গীদের নিয়ে বের হয়ে এলেন। পেরুজ্জিয়ার সঙ্গে সোনালিসাও জাদুঘরের বাইরে এলো। ঘড়িতে তখন সকাল ৮টা বাজতে কয়েক মিনিট বাকি। এ সময়ই সম্পন্ন হলো মোনালিসা চুরির পিলে চমকানো ঘটনা। মোনালিসা তো চুরি করা হলো, এবার একে লুকিয়ে রাখার পালা। কিন্তু কি করা যায়। এতো দামি চিত্রকর্ম কীভাবে লোকচক্ষুর অন্তরালে রাখা যায়। পেরুজ্জিয়া এবং ল্যান্সলেট্টি পরামর্শ করে গেলেন পেরুজ্জিয়ার বাসায়। সেখানে বেডের নিচে ভেলভেটে জড়িয়ে রেখে দিলেন। এদিকে মারকুয়েস দৌড়ালেন নিউইয়র্কে। উদ্দেশ্য মোনালিসা বিক্রি করে দেয়া। কেননা এতে যে মিলবে কাঁড়ি কাঁড়ি টাকা। জাদুঘর থেকে মোনালিসা লাপাত্তা। ২৭ ঘন্টা আগে জানা গেছে তা। কিন্তু এ সময়ের মধ্যে তার হদিস মেলেনি। বিনা নোটিশে মোনালিসার এতো ঘণ্টার অনুপস্থিতি এমন কখনো হয়নি। পরদিন ২২ আগস্ট, মঙ্গলবার। সময় সকাল ১১টা। জাদুঘর কর্তৃপক্ষ আরো একবার তন্ন তন্ন করে খোঁজ করলেন। দেখা মিললো না। এ সময়ে টেলিফোন করা হয়

মোনালিসা বৃত্তান্ত

মোনালিসা কে ছিল, এ নিয়ে রয়েছে নানা মুনির নানা মত। তবে বেশিরভাগের দাবি মোনালিসা ছিল ইটালির ফ্লোরেন্স শহরের ব্যবসায়ী ফ্রান্সিসকো ডেল জিয়োকোন্ডার স্ত্রী। তার নাম ছিল লিসা গেরারদিনি। লিসা সেরারদিনির জন্ম ১৪৭৯ সালে। লিওনার্দো দ্য ভিঞ্চি যখন ছবি আঁকেন তখন তার বয়স ছিল ২৪ বছর। তিনি ছবি আঁকতে সময় নেন প্রায় ১ বছর।

২০০৪ সালে ইটালির পন্ডিত জিয়োশাপি প্যালানচি মোনালিসাকে নিয়ে একটি বই প্রকাশ করেছেন। বইটির নাম মোনালিসা রিয়েল উইমেন। সেখানে তিনি মোনালিসা যে লিসা গেরারদিনি তার সপক্ষে যুক্তি তুলে ধরেছেন। প্যালানচি তার বইয়ে জানাচ্ছেন, মোনালিসার স্বামী লিওনার্দো দ্য ভিঞ্চির বাবার বন্ধু ছিলেন। লিওনার্দোর বাবাই সম্ভবত তাকে মোনালিসা ছবি আঁকার কাজে নিযুক্ত করেছিল। প্যালানচি তার বইয়ে আরো উল্লেখ করেছেন, মোনালিসা ও ফ্রান্সিসকোর ঘরে ৫টি সন্তান ছিল। তারা প্রায় অনেক দিন একসঙ্গে ঘর করেছেন। মোনালিসা সম্ভবত ৬০ বছরের মতো বেঁচে ছিলেন। তবে তিনি কবে মারা গেছেন তার কোনো দিন তারিখ রেকর্ড নেই।

এদিকে বেল ল্যাবের কম্পিউটার বিজ্ঞানী ড. লিলিয়ান সোয়ার্টজ বলছেন ভিন্ন কথা। তার মতে, মোনালিসা জিরারদিনি নয়। তিনি নিজেই। অর্থাৎ লিওনার্দো দ্য ভিঞ্চি নিজেরই প্রতিকৃতি এঁকে মোনালিসা নাম দিয়েছেন। ড. লিলিয়ান যুক্তি হিসেবে তার ডিজিটাল বিশ্লেষণ তুলে ধরেছেন। এ ক্ষেত্রে লিওনার্দোর মুখের বৈশিষ্ট্য এবং মোনালিসার মুখের বৈশিষ্ট্য কম্পিউটারে নিয়ে গিয়ে বিশ্লেষণ করে দেখেছেন তাদের মুখের বৈশিষ্ট্য পুরোপুরি মিলে যায়। ড. লিলিয়ানের দাবি, আসলে লিওনার্দো নিজেকে মেয়ে হিসেবে কেমন দেখায় সেটাই দেখতে চেয়েছিলেন।

লুইস লিপেনকে। লিপেন প্যারিস পুলিশের কর্তাব্যক্তি। তিনি স্বরাষ্ট্রমন্ত্রীকে ফোন করে ছোটেন ল্যুভরের দিকে। বিকেল ৩টা। লিপেন সৈন্য সামন্ত নিয়ে জাদুঘরে উপস্থিত। জাদুঘরের প্রহরীদের নির্দেশ দিলেন সব গ্যালারি খালি করে দিতে। গ্যালারি খালি হলে তিনি আর একবার খোঁজ করলেন। এ সময়ে জাদুঘর দর্শনার্থীদের জানানো হয়, বড় পানির লাইনে ফাটল ধরেছে। জরুরি মেরামতের কাজ হবে। মোনালিসা চুরির ঘটনা তখনো থেকে যায় লোকচক্ষুর অন্তরালে। ইতিমধ্যে একদল সাংবাদিক এসে জুটেছে জাদুঘরে। তারা কোথাও রহস্যের গন্ধ পেয়েছে। তবে আসল খবর তখনো আঁচ করতে পারেনি। খবর অবশ্য আর গোপন থাকেনি। বিকাল ৪টায় তা ফাঁস হয়। জাদুঘরের ভারপ্রাপ্ত পরিচালক স্বীকার করেন, 'মোনালিসাকে পাওয়া যাচ্ছে না।' পরদিন সকালে পত্রিকায় ফলাও করে মোনালিসা চুরির ঘটনা ছাপানো হয়। প্যারিসের বেশির ভাগ পত্রিকার শিরোনাম ছিল, 'অকল্পনীয়' মোনালিসা খোঁয়া গেছে ল্যুভর থেকে'। নিউইয়র্ক টাইমস লেখে, 'এটা চিন্তা করাও অবাস্তব যে লিওনার্দো দ্য ভিঞ্চির মাস্টারপিচ মোনালিসা চুরি হয়ে গেছে।'

মোনালিসা যাতে ফ্রান্সের বাইরে যেতে না পারে, এজন্য সীমান্তে কড়াকড়ি আরোপ করা হয়। সবার বাক্সপেটরা তন্ন তন্ন করে খোঁজা হয়। তাছাড়া তদন্তকারী নিয়োগ দেয়া হয় জোসেফ ক্রেইলুক্সকে। তিনি জাদুঘরের সার্বক্ষণিক কর্মীদের ফিঙ্গারপ্রিন্ট নেন। যারা চুরি সংঘটিত হওয়ার সময়ে আশপাশে ছিলেন। তাদের সাক্ষাৎকার নেন। একজন দোকানকর্মী যিনি পেরুজ্জিয়াকে দরজার চাবি টস করতে দেখেছিলেন সোমবার সকাল ৭.৩০ মিনিটে। তারও বক্তব্য নেয়া হয়। তিনি পেরুজ্জিয়ার পোশাকের বর্ণনা যথাযথ দিতে পারলেও বয়স অনুমানে ভুল করেন। তিনি পেরুজ্জিয়ার ৪০-৫০ বছর বললেও, সে আসলে আরো তরুণ ছিল। তাছাড়া পেরুজ্জিয়া সপ্তাহখানেক ল্যুভরে

মোনালিসা আসলে দা ভিঞ্চি নিজেই। কম্পিউটার পরীক্ষায় সেটাই দেখাচ্ছেন লিলিয়ান সোয়ার্টজ

কাজ করায়, তার নামও সন্দেহের তালিকায় রাখা হয়। পরে অবশ্য তাকে মূল সন্দেহের বাইরে রাখা হয়।

মোনালিসা চুরি হওয়ার পর নানা মুনির নানা মতের মতো নানা কথা ডালপালা গজায়। কিছু লোকের ধারণা, সরকারকে ব্ল্যাকমেইল করার জন্য মোনালিসা চুরি করা হয়েছে। তবে যে যাই মত দিক, মোনালিসার হদিস মেলে না। পরের বছর বসন্তের শুরুর দিকে জাদুঘর কর্তৃপক্ষ সিদ্ধান্ত নেয় মোনালিসার জায়গা পূরণ করা হবে। এতোদিন জায়গাটা ফাঁকাই রাখা হয়েছিল। ফাঁকা জায়গাটা পূরণ করার সিদ্ধান্ত নেয়া তাদের জন্য ছিল কষ্টদায়ক। মোনালিসার জায়গায় রাফায়েলের একটি চিত্র স্থান পায়। কেননা, ততদিনে সবার অজান্তে মোনালিসা পাড়ি জমিয়েছে জন্ম দেশ ইটালি। ফ্লোরেন্স শহরে।

১০ ডিসেম্বর, ১৯১৩ সাল। বুধবার। ইটালির ফ্লোরেন্স শহরে ঝেঁকে বসেছে তুমুল শীত। ন্যাড়া মাথার গাছে তুষারের ছিঁটোফোঁটা। গায়ে ওভারকোট পরে শহরে এসে উপস্থিত হলেন পেরুজ্জিয়া। উঠলেন ডি পানজানি হোটেলে। পেরুজ্জিয়া বদলে নিজের নাম লেখালেন, মি. লিওনার্দো। রুম মিললো তেতলায়। এবার প্রস্তুতি নিলেন মোনালিসা বিক্রির। ফ্লোরেন্স শহরের সবচেয়ে বড়

অ্যান্টিক ডিলার অ্যালফ্রিডো জেরি। পেরুজ্জিয়ার কাছে আগেই এ খবর ছিল। প্যারিস থেকেই তার সঙ্গে যোগাযোগ হয়। চিঠির মাধ্যমে। তবে লিওনার্দো, নাম স্বাক্ষর করা চিঠি নিয়ে জেরির একটু দ্বিধা ছিল। কেননা পেরুজ্জিয়া চিঠিতে জানায় মোনালিসা তার অধিকারে আছে। এটাকে সে তার দেশে নিয়ে যেতে চায়। নেপোলিয়ন যুগে ইটালির অনেক মূল্যবান চিত্রকর্ম লুট হয়েছে। পেরুজ্জিয়া তারই একটি ইটালিতে আনার প্রস্তুতি নিচ্ছেন বলে জানায়।

জেরি চিঠিটি হেলায় ফেলে দেয়।

তাছাড়া নেপোলিয়নের সময় মোনালিসা লুট হয়নি। লিওনার্দো দ্য ভিঞ্চি নিজেই ফ্রান্সের রাজা প্রথম ফ্রান্সিসের কাছে একদা বিক্রি করে দিয়েছিলেন। তাছাড়া ছবিটি গেল দু'বছর হলো পাওয়া যাচ্ছে না। জেরি পেরুজ্জিয়ার চিঠি ফ্লোরেন্স শহরের নামী উফিজি গ্যালারির পরিচালক জিওভার্নি পগিকে দেখান। পগি তাকে পেরুজ্জিয়ার পেছনে লাগতে বলেন, শেষ পর্যন্ত কি হয় তা দেখতে। পগির পরামর্শের পেরুজ্জিয়াকে চিঠি লিখে ফ্লোরেন্সে আসতে জানায়। কেননা, তার ইচ্ছা মোনালিসা পরখ করে দেখা।

৯ ডিসেম্বর জেরি পেরুজ্জিয়ার কাছ থেকে একট তারবার্তা পান। পেরুজ্জিয়া তাকে জানায়, সে ফ্লোরেন্স উপস্থিত হচ্ছে। পরের দিন সন্ধ্যায় তাদের প্রথম সাক্ষাৎ হয়। পেরুজ্জিয়া তাকে 'মোনালিসা'কে কীভাবে চুরি করা হয়েছে তার আদ্যপান্ত বর্ণনা করেন। সঙ্গে এও জানান, ইতিমধ্যে দু'জন ডিলার এটার দাম হাঁকিয়েছে ৫ লাখ লিরা। জেরি সেদিনের মতো বিদায় নেন। তবে আগামীকাল সকালে তার একজন শিল্প বিশেষজ্ঞ বন্ধুকে দিয়ে ছবিটি পরখ করার জন্য আসবেন বলে জানান।

মঙ্গলবার সকাল, জেরি এবং পগি একটু আগেভাগেই হোটেলে পেরুজ্জিয়ার রুমে এলেন। পেরুজ্জিয়া বেডের নিচ থেকে মোনালিসা বের করলেন। লাল ভেলভেটে

মো না লি সা গ বে ষ না

মোনালিসা বিভিন্ন দেশে বিভিন্ন নামে পরিচিত। ফ্রান্সে তিনি 'লা যোকোন্ডে' নামে পরিচিত। আর ইটালিতে পরিচিত 'লা জিয়োকোন্ডা' নামে। যার অর্থ হচ্ছে আলোকিত হৃদয়ের রমণী। তবে সারা বিশ্বে মোনালিসা নামেই অধিক পরিচিত। বিশ্বের সব দর্শকদের কাছে যে জিনিসটা সবচেয়ে বেশি আশ্চর্য লাগে সেটি হলো মোনালিসার হাসি। অদ্ভুত অর্ধ-হাসির ব্যাপারটি বিশ্লেষণ করতে সবাই সমস্যায় পড়েন। এ অর্ধ-হাসি বিশ্লেষণ মানুষের পক্ষে কিছুটা জটিল হলেও কম্পিউটার তা বিশ্লেষণ করে দেখিয়েছে। ২০০৫ সালের শেষের দিকে লেদারল্যান্ডের আমস্টারডাম বিশ্ববিদ্যালয়ের বিজ্ঞানীরা এ কাজটি করেছেন। তারা অবশ্য একে সিরিয়াস কোনো পরীক্ষা হিসেবে নেননি। একে একটি মজা হিসেবেই দেখেছেন। বিশ্বের তাবৎ দর্শক যখন তার হাসি ব্যাখ্যায় ঘাম ছোটান তো সেখানে কম্পিউটার সফটওয়্যার কেমন কাজ করে এটাই ছিল তাদের উদ্দেশ্য। এ কাজের জন্য তারা 'ইমোশন রিকনিকশন' সফটওয়্যার নামে একটি সফটওয়্যার ডেভেলপ করেন। ইলিনয়স বিশ্ববিদ্যালয়ে তাদের এ কাজে সহায়তা করে।

প্রথমে তারা মোনালিসার একটি রিপ্রোডাক্টশন স্ক্যান করেন। পরে তা সফটওয়্যার বিশ্লেষণ করেন। ফলাফলে দেখা যায় মোনালিসা ৮৩ শতাংশ সুখী। মোনালিসার বিরক্তি ছিল ৯ শতাংশ, ভীতি ছিল ৬ শতাংশ। আর ২ শতাংশ ছিল রাগ, ক্রোধ। নিরপেক্ষতার হার ছিল এক শতাংশেরও কম।

মোনালিসার এ পরীক্ষাটি মোটেই 'বিজ্ঞান সম্মত নয়' বলেছেন গবেষণা দলেরই একজন সদস্য। সে সদস্যের নাম হ্যারো স্টোকম্যান। তার সফটওয়্যার কখনো সত্যিকার আবেগকে ধরতে পারে না। তাছাড়া এ প্রযুক্তি ডিজিটাল সিনেমা এবং ইমেজের কাজে ব্যবহারের জন্য ডিজাইন করা হয়েছে। সান জোস স্টেট বিশ্ববিদ্যালয়ের বায়োমেট্রিক্স গবেষক জিম ওয়েম্যান বলেন, 'এটি একটি ভেলকি মাত্র, সিরিয়াস বিজ্ঞান নয়। এটি করা হয়েছে নিতান্তই ফান হিসেবে। কাউকে আঘাত করার জন্য এটি করা হয়নি'।

মোড়ানো। কিন্তু পেরুজ্জিয়া যখন তা কাপড় খুলে বের করলেন, উপস্থিত দু'জনই বিস্মিত। নিজের চোখকে যেন বিশ্বাস করতে পারছিলেন না। সত্যি, মোনালিসা তাদের সামনে। কোনো রিপ্রিন্ট নয়। একেবারে আসল মোনালিসা। লিওনার্দো দ্য ভিঞ্চির হাতে আঁকা। 'আমাদের চক্ষু ছানাবড়া, বিস্মিত' জেরি বললেন। এও বললেন, 'আমরা বিশ্বাস করতে পারছিলাম না মোনালিসা আমাদের হাতের নাগালে। পগি ব্যাখ্যা করলেন, 'এটা যে আসল তাতে সন্দেহ নেই।' জেরি পেরুজ্জিয়ার সঙ্গে মোনালিসা নিয়ে গল্প করছেন। এদিকে পগি করছেন অন্য পরিকল্পনা। কীভাবে সময়ক্ষেপণ করে পেরুজ্জিয়াকে আটকে রাখা যায়। তিনি পেরুজ্জিয়াকে বললেন, 'সব কিছু চূড়ান্ত করার আগে আমাকে একবার রোম থেকে পরামর্শ নিতে হবে।' পেরুজ্জিয়া জানাল, ঠিক আছে, তবে যা করার তাড়াতাড়ি করতে হবে। জেরি এবং পগি হোটেল থেকে বিদায় নিলেন।

অফিসে এসেই জেরি এবং পগি টেলিগ্রাম করলেন ইটালির সংস্কৃতি বিষয়ক মন্ত্রণালয়ের পরিচালককে। পরিচালকের নাম কোরাডো রিচি। পরদিন ১২ ডিসেম্বরে রিচি রোম থেকে ফ্লোরেন্স এলেন। পগি তাকে এটি যে প্রকৃতই মোনালিসা সে ব্যাপারে ব্যাখ্যা করলেন। তার কয়েক ঘণ্টা পরে ফ্লোরেন্স পুলিশ হানা দেয় পেরুজ্জিয়ার হোটেলে। গ্রেপ্তার করে পেরুজ্জিয়াকে। উদ্ধার করে মোনালিসাকে। পরদিন সকালে দৈনিক পত্রিকা ব্যানার হেড করে মোনালিসা উদ্ধারের কাহিনী। সেই সঙ্গে জানায়, পেরুজ্জিয়া কীভাবে মোনালিসা চুরি করে, কীভাবে তা ফ্লোরেন্স এসে পৌঁছায়। বাদ পরে না জেরি ও পগির বিষয়। কেননা তাদের মাধ্যমেই পেরুজিয়া উফিজি জাদুঘরে বিক্রি করতে চেয়েছিল। মোনালিসা উদ্ধার করে ইটালি সরকার অবশ্য এটি নিজের কাছে রেখে দেয়নি। ফ্রান্সের কাছে ফেরত দেয় তা। তবে মোনালিসা উদ্ধার করার পর কয়েকদিন উফিজি জাদুঘরে রাখা হয়। ১৯১৩ সালের ৩১ ডিসেম্বরে ফ্রান্সে মোনালিসা আবার ফিরে আসে। আর ১৯১৪ সালের জানুয়ারির ৪ তারিখে ল্যুভর জাদুঘরে আগের জায়গায় স্থাপন করা হয়। মাঝখানে দু'বছর চার মাস ১৬ দিন কেটে গেছে।

পেরুজ্জিয়া গ্রেপ্তার হলে তার সঙ্গীদের নাম প্রকাশ করে দেয়। তাদেরকে প্যারিস থেকে গ্রেপ্তার করা হয়। তবে পেরুজ্জিয়া মারকুয়েসের নাম বলেনি। মারকুয়েস তার আমেরিকান বন্ধু সাংবাদিক কার্ল ডেকারের কাছে তার সম্পৃক্ততার কথা স্বীকার করে। তবে কার্ল ডেকার তা তার মৃত্যু পর্যন্ত গোপন রাখেন।

এদিকে মোনালিসা চুরি করেও ইটালি জুড়ে হিরো হয়ে যায় পেরুজ্জিয়া। এর পেছনে ছিল, পেরুজ্জিয়ার একটি বক্তব্য।

পেরুজ্জিয়া গ্রেপ্তার হওয়ার পর বলেছিলেন, তিনি মোনালিসা চুরি করেননি। ইটালির সম্পদ ইটালিতে ফিরিয়ে এনেছেন মাত্র! ইতালির মানুষের মহানুভূতি থাকলেও পেরুজ্জিয়া কিন্তু জেল এড়াতে পারেননি। বিচারে তার ১ বছর ১৫ দিনের জেল হয়। আপিল করে এ মেয়াদ ৭ মাসে আনা হয়। ৭ মাসের সাজা ভোগ করে ১৯১৪ সালের ২৯ জুলাই ছাড়া পান।

ফ্যাক্ট ফাইল : মোনালিসা

■ মোনালিসার পুরো নাম লিসা গেরারদিনি জিয়োকোন্ডো। জন্ম ১৪৭৯ সালে। ইটালির ফ্লোরেন্সে। বাবার নাম অ্যান্তোনিয়া মারিয়া দি নোলভো গেরারদিনি। লিওনার্দো ভিঞ্চি মোনালিসা চিত্র কর্মটি আঁকেন ১৫০৩-১৫০৬ সালের মধ্যে।

■ মোনালিসা বিয়ে করেন ১৪৯৫ সালের তখন তার বয়স ছিল ১৬ বছর। স্বামীর নাম ফ্রান্সিককো দি বার্টোলেমিয়ো দি জানোবি ডেল জিয়োকোন্ডো। তিনি মোনালিসার চেয়ে ১৯ বছরের বড়ো ছিলেন।

■ ১৫৩০ সালে ফ্রান্সের রাজা প্রথম ফ্রান্সিস মোনালিসা কিনে নেন। দাম দেন ৪ হাজার স্বর্ণমুদ্রা। কারো কারো মতে ১ লাখ ৫ হাজার ডলার।

■ ১৬২৫ সালে ইংল্যান্ডের যুবরাজ এটা কিনে নেয়ার চেষ্টা চালান।

■ ১৬৫০ সালে ল্যুভর জাদুঘরে এটি রাখা হয়।

■ ১৭০০ সালে মোনালিসাকে ল্যুভর থেকে রাজার ব্যক্তিগত প্রাসাদে আনা হয়। ১৮০০ সালে নেপোলিয়ন শয়ন কক্ষে রাখা হয়। তবে ১৮০৪ সালে এটি আবার ল্যুভরে ফিরে আসে।

■ ১৯১১ সালে মোনালিসা ল্যুভর থেকে চুরি হয়ে যায়। চুরি করেন এক ইটালিয়ান ছুতার। বছর দুই পরে উদ্ধার হয়।

■ ১৯৩৯ সালে ফ্রান্স দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধে জড়িয়ে পড়লে মোনালিসাকে অন্তত ৭২টি স্টোর রুমে লুকিয়ে রাখা হয়, যাতে কোনো কারণে এটির ক্ষতি না হয়।

■ দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের সময় 'দ্য মোনালিসা ইজ স্টিল স্মাইলিং' কোডটি মেসেজ হিসেবে ব্যবহৃত হতো। এর মানে হচ্ছে চিত্রকর্মগুলো নিরাপদ আছে।

■ ১৯৬৩ সালে মোনালিসা মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের ন্যাশনাল গ্যালারিতে প্রদর্শন করা হয়। প্রায় দেড় মিলিয়ন লোক এটা দেখে।

■ ১৯৬২-৬৩ সালে মোনালিসাকে বিশ্বের বিভিন্ন দেশে প্রদর্শন করানোর সিদ্ধান্ত হয়। এ সময়ে মোনালিসাকে ইন্স্যুরেন্স করানো হয়। ইন্স্যুরেন্সের অর্থমূল্য ছিল ১০০ মিলিয়ন ডলার। ২০০৪ সালে এটির ইন্স্যুরেন্স মূল্য দাঁড়াবে ৬০৮ মিলিয়ন ডলার।

■ ১৯৭৪ সালে বসন্তে জাপানের টোকিও ন্যাশনাল মিউজিয়ামে মেনোলিসা প্রদর্শন করা হয়। প্রায় ১.৫ মিলিয়ন দর্শক মোনালিসা দেখার জন্য ভিড় করে। জাপানে এটি একটি রেকর্ড। রেকর্ডটি এখনো অক্ষত আছে। ভাঙতে পারেনি কেউ।

■ ১৯৭৪ সালে মোনালিসা জাপান থেকে প্যারিসে যায়। যাওয়ার আগে জাপান কর্তৃপক্ষ একটি ট্রিপ্লেক্স গ্লাস বক্স উপহার দেয়। এটি মোনালিসার নিরাপত্তা রক্ষার কাজ দেবে।

■ ১৯৮২ সালে জাপানিজ শিল্পী তোদাহিকো ওগাওয়া টোস্টার দিয়ে মোনালিসা তৈরি করেন। এ কাজে ৬৫ টুকরো সাদা রুটি ব্যবহৃত করেন তিনি।

■ ২০০০ সালে নবেম্বর মাসে লিগো শিল্প এরিক হার্সবার্জার 'মোনা লিগো' তৈরি করেন। মোনালিসা তৈরি করার জন্য তিনি ৩০ হাজার লিগো ব্যবহার করেন।

■ সবচেয়ে ছোট মোনালিসা আঁকেন লুক্সেমবার্গের শিল্পী ইয়ুভ গেরার্ড। তার আঁকা মোনালিসার মাপ ছিল ৯ ১৩ মিলিমিটার।

■ শিল্পী ক্যারেন এলান মোনালিসা আঁকেন কফি দিয়ে। তিনি এটার নাম দেন 'মোনালিটে।'

■ স্টারট্রেক : নেক্সট জেনারেশন কাস্টমাইজ কার্ড গেমে মোনালিসার আর্টিফ্যাক্ট কার্ড ব্যবহার করা হয়েছে। ফেডারেশন শাটলের ব্যাকগ্রাউন্ড ইমেজ হিসেবে মোনালিসা দেখা যাবে।

■ মোনালিসা এখন বাগানে চাষ হচ্ছে মানে মোনালিসা লিলি নামে একটি ফুলের নামকরণ করা হয়েছে। গোলাপি বর্ণে'র ফুলটির সুবাস চমৎকার।

■ ১৯৯০ সালে ফ্রান্সের অভিনয় শিল্পী অরল্যান্ড ৬ বার প্ল্যাস্টিক সার্জারি করে মোনালিসার মতো কপাল বানিয়েছিলেন।

■ ২০০০ সালে মোনালিসা নিয়ে একটি প্রদর্শনী হয়। এতে বিভিন্ন শিল্পীর করা মোনালিসার রিপ্রোডাক্টশনগুলো স্থান পায়। ১০০টি মোনালিসা প্রদর্শনীতে স্থান পেয়েছিল।

■ মোনালিসাকে একটি বুলেট প্রুফ ট্রিপ্লেক্স বাক্স রাখা হয়েছে। বাক্সের আকার ১৫৭ ৯৮ ইঞ্চি। বাক্সের তাপমাত্রা মেইনটেইন করা হয় ৬৮ ডিগ্রি ফারেনহাইট এবং ৫৫ শতাংশ আর্দ্রতা। এক বছর পর পর এর তাপমাত্রা পরীক্ষা করা হয়।

■ মোনালিসা নিয়ে অনেক গান লেখা হয়েছে। সবগুলো গানই টপচার্টে ছিল। জন লিভিংস্টোন এবং রয় ইভান্স-এর লেখা মোনালিসা গানটি ৮ সপ্তাহ টপচার্টে শীর্ষে অবস্থান করে। আর বিক্রি হয় প্রায় তিনি মিলিয়ন কপি। গানটি ১৯৮৬ সালে 'মোনালিসা' সিনেমায় ব্যবহার করা হয়।